

অট্টহাস সতীপীঠ

অট্টহাস সতীপীঠ এর মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নরিল গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণে দিগ্গজি নামক গ্রামে ঈশাননিদীর (স্থানীয়ভাবে কান্দর নদী নামে পরিচিত) তীরে, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং গাছের সাথে বনের মাঝে অবস্থিত।

মাতা সতীর নীচের তেঁটটি পড়ছে বলি জানা যায়। বিশ্বেশ্বরব্রহ্ম অট্টহাস সতীপীঠ এর ভৈরব। এখানে পঞ্চমুন্ডের আসন এবং মহাকালিকা দেবী অবস্থিত। এই শক্তপীঠ এর প্রকৃতির সৌন্দর্য অনন্য। অট্টহাস শক্তপীঠ হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান।

মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশে ভক্তদের হৃদয় ও মনে শান্তি প্রদান করে। এই স্থান জগৎ হতে ওঠে। তখন এ স্থানের নাম ছিল খুলারামপুর বা জুলারামপুর। পরবর্তীতে এই গ্রামের নাম দক্ষিণে দিগ্গজি হয। এই গ্রামে কঙ্কি কৃষ্ণ বাস করত। তারা মাঠে চাষবাদ করত। ঈশাননিদীর ধারে অবস্থিত এ স্থান ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। দিনের বেলাতেও এখানে কটে যেতে না। একদিন কৃষ্ণ চাষ করতে গিয়ে এক সাধুবাবাকে জঙ্গলে ধ্যানমগ্ন দেখতে পায়। গ্রামের লোকেরা কটোড় হলি হযে দলবদ্ধভাবে তার কাছে যায়, ও তাকে প্রণাম করেন। সাধুবাবা এখানে যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ শেষে তিনি যজ্ঞস্থানে একটি তরপিল পুতে দিয়ে অদৃশ্য হযে যান। চলে যাবার আগে বলেন, এটি একটি সতীপীঠ। এখানে দেবীর দন্তুরা চামুণ্ডা মূর্তি। এখানে দেবীকে অধরশ্রবরী নামে পূজা করা হয়। এখানে আছে এক প্রাচীন শিলামূর্তি। এই দেবী শক্তিত, শক্তির দেবী আদিশক্তির সমপূর্ণ অবতার, তিনিটি প্রধান প্রকাশ রহছে, দুর্গা, শক্তি ও বীরত্বের দেবী, মহাকালী হিসাবে, অশুভ ধ্বংসের দেবী। এবং দেবী গটোরী হিসাবে, কল্যাণের দেবী। জগৎলগ্নেরা নরিলিগ্নি পরিবেশে এখানে- গাছে গাছে বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি, কড়ি, পাখি দেখা যায়। এখানে রাতের বেলা গুঁড়ির ডাক ও প্রহর প্রহরে শব্দে ভরে ডাক শোনা যায়। যা এখানকার পরিবেশে আলাদা এক অনুভব সৃষ্টি করে। অট্টহাস সতীপীঠ পুণ্ড্রাত্মক স্বরূপ। আবাস নয়, অনেক সুন্দর বন্য পাখির আবাসস্থল হিসেবেও বিখ্যাত। প্রতি বছর, এই জায়গাটিতে দুই হাজারেরও বেশি এশিয়ান ওপেন ব্লি স্টার্ক, ফল খাওয়া বাদুড় এবং দুর্দান্ত প্রজাপতির দ্বারা পরিদর্শন করা হয়। এই কারণেই আত্মহাস প্রতি বছর প্রচুর পরিবেশবাদী এবং বীরপ্রদর্শকদের আকর্ষণ করে, বিশেষ করে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে। অট্টহাস সতীপীঠ এ তাদের বাৎসরিক মেলো অনেক আত্মবর ও জিজ্ঞাসকের সাথে উদযাপন করে। রঙ সর্বত্র বিস্তৃত এবং সেখানে মেলো হয়, যেখানে গ্রামের প্রবীণরা মন্দিরের সাথে সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাগুলি গল্প বলবে। মন্দিরে সঞ্চারিত কোন বিশেষ বিশেষ আচার নেই, তবে ভোর ও সন্ধ্যায়, প্রতিদিনের শ্লিষ্টকর্ম বাধ্যতামূলক। এছাড়াও সারা বছর ধরে বেশ কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। নবরাত্রির উত্সব - যা দুর্গাপূজার সাথে মিলে যায় - এখানে প্রচুর উত্সাহের সাথে উদযাপিত হয়। নবরাত্রির নয়টি দিন বিভিন্ন বিশেষ পূজা ও যজ্ঞের সাথে থাকে।